যুগান্তর
প্রিন্ট: ০২ মার্চ ২০২৬, ০৮:৪৭ এএম

শিক্ষাঙ্গন

ইবির সাংবাদিকতা বিভাগ

ফলাফল ‘ভ্যানিশ’ করে দেওয়ার হুমকির অভিযোগ শিক্ষকের বিরুদ্ধে

ইবি প্রতিনিধি
প্রকাশ: ০১ মার্চ ২০২৬, ০৮:২৫ পিএম

শিক্ষার্থীদের ফলাফল ‘ভ্যানিশ’ করার হুমকি, ইন্টার্নাল মার্কে দ্বিচারিতা, ডমিনেট করার চেষ্টা ও শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত বিষয়ে হস্তক্ষেপসহ একাধিক অভিযোগ উঠেছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) কমিউনিকেশন অ্যান্ড মাল্টিমিডিয়া জার্নালিজম বিভাগের সহকারী অধ্যাপক তন্ময় সাহা জয়ের বিরুদ্ধে।

এসব অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তার ক্লাশ বর্জন করেছে বিভাগটির ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা। এ ঘটনায় গত ২২ ফেব্রুয়ারি বিভাগটির সভাপতি ড. মোহাম্মদ রশিদুজ্জামান বরাবর তিন দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা।

তাদের দাবিগুলো হলো- তন্ময় সাহা জয় স্নাতক চতুর্থ বর্ষের দ্বিতীয় সেমিস্টার থেকে স্নাতকোত্তরের ফলাফল প্রকাশ পর্যন্ত কোনো একাডেমিক কার্যক্রমে (ক্লাশ, পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষা, খাতা মূল্যায়ন, পুনর্মূল্যায়ন) অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারবেন না। একাডেমিক স্বার্থে আঘাত আসতে পারে এমন কোনো আশঙ্কা দেখা দিলে বিভাগ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তার সভাপতিত্ব চলাকালে ব্যাচের একাডেমিক কোনো জটিলতা যেন সৃষ্টি না হয় সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষ যথাযথ ভূমিকা পালন করবে।

বিভাগটির শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষক তন্ময় সাহা জয় শিক্ষার্থীদের ওপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা, ফলাফল ‘ভ্যানিশ’ করে দেওয়ার হুমকি ও ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং ইন্টার্নাল মার্ক প্রদানে দ্বিচারিতা করে আসছেন। এছাড়া ক্লাশে অন্য শিক্ষকদের সমালোচনা, শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত বিষয়ে অযাচিত হস্তক্ষেপ এবং আক্রমণাত্মক ভাষায় কথা বলার অভিযোগও রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিভাগটির একাধিক শিক্ষার্থী বলেন, শিক্ষক তন্ময় সাহা জয় ফলাফল নিয়ে কিভাবে বের হব এবং দেখে নেওয়া হবে— এ ধরনের হুমকি দিতেন। সর্বশেষ নির্বাচনের পর স্যারের একটি ক্লাশ ছিল। অনেক শিক্ষার্থীর বাসা দূরে হওয়ায় ক্লাশ বাতিলের জন্য অনুরোধ করা হলেও তিনি তা গ্রহণ না করে ক্লাশ নেওয়ার সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন। অথচ অন্য শিক্ষকরা বিষয়টি বিবেচনায় নিয়েছিলেন। পরবর্তীতে শিক্ষার্থীরা ক্লাশে উপস্থিত না হলে তিনি

ক্লাশ বর্জনের নোটিশ দেন এবং সবার অ্যাটেনডেন্স বাতিল করার হুমকি দেন। তিনি যখন আমাদের ক্লাশ বর্জন করেন, তখন আমরাও তার ক্লাশ বর্জন করে স্মারকলিপি জমা দিই। এরপর জুম মিটিংয়ের মাধ্যমে চেয়ারম্যান স্যারের কাছে সার্বিক বিষয়ে আমরা অভিযোগ জানাই।

অভিযোগের বিষয়ে জানতে সহকারী অধ্যাপক তন্ময় সাহা জয়ের সঙ্গে মোবাইল ফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করলেও তিনি কল ধরেননি। হোয়াটসঅ্যাপে খুদে বার্তা পাঠিয়েও সাড়া পাওয়া যায়নি।

তবে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, তাদের অভিযোগ ভিত্তিহীন। ক্লাশ নেওয়া কি অপরাধ? আমাদের শিক্ষক মাত্র দুজন। একজন শিক্ষক যদি প্রতি ব্যাচে দুটি করে ক্লাশ নেয়, তখন অনেক ঘটনাই ঘটে। সবকিছু কি নিয়ন্ত্রণে থাকে? রাগ করে বলা আর কর্মকাণ্ডের মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকে। একটু শাসনের ব্যাপার তো থাকে! তবে বিদ্যমান সমস্যাটি সমাধানযোগ্য। তাছাড়া আমার প্রতি যাদের অনেক অভিযোগ তারাই আমার কোর্সে সবচেয়ে বেশি নাম্বার পেয়েছেন।

বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ রশিদুজ্জামান যুগান্তরকে বলেন, তারা আমাকে একটি স্মারকলিপি দিয়েছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ৩ মার্চ আমাদের একাডেমিক মিটিং অনুষ্ঠিত হবে। মিটিংয়ে আমরা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেব।